দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ : 15 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বুয়েট এমসি কলেজ ও ঢাবিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

## ছাত্রদলের নিন্দা-প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), সিলেট এমসি কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্রদল। বুয়েটে ভিসির স্বেচ্ছাচারিতা, সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের অগ্নি সংযোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলবাজির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাই অবিলম্বে তা নিরসনে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলীম। গতকাল (শনিবার) এক বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নগ্ন দলীয়করণের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বুয়েটে বর্তমান ভিসি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন দলীয় অযোগ্য ব্যক্তির কারণে আজ দেশের এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। তার দায়ভার শিক্ষার্থীরা বহন করতে পারে না। অবিলম্বে বর্তমান সমস্যা নিরসনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ভিসিকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমসি কলেজে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের অগ্নি সংযোগ করে এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে যে ন্যাক্কারজনক ও ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে তার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। তবে এতে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা অতীত সকল কলংকজনক অধ্যায়ের স্রষ্টা এই ছাত্রলীগ। তাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের অনেক অবক্ষয় হয়েছে। হত্যা, গুম, নারী ধর্ষন, অগ্নি সংযোগ, লুটপাট ছাত্রলীগের চিরাচরিত অভ্যাস। নেতৃদ্বয় অবিলম্বে সিলেট এমসি কলেজে অগ্নিসংযোগকারী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

বিবৃতিতে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ গত ১১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগ নেতা নবেন্দু সাহার সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। চারুকলার অনুষদের বার্ষিক চিত্রকলা প্রদর্শনী পুরস্কার অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী শিক্ষকদের সাথে অশোভন আচরণ করে এবং শিক্ষকদের ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং লেকচার থিয়েটারে গিয়ে ক্লাস বন্ধ করে দেয়। এই ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী শিক্ষকদের সাথে যে অসদাচরণ করেছে তা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষকদের সাথে তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে নেতৃদ্বয় অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে বহিষ্কার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। উপরন্তু সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয় কর্তাব্যক্তি ও ছাত্রলীগ নামক সন্ত্রাসীদের ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে তা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। অবিলম্বে তা নিরসনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।